মনঝাউ

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রী সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৮৭৯

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর : শ্রী ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

চাণকাকে

মলাটের ছবি এঁকে দিয়েছেন

শিল্পীবন্ধু প্রশান্ত রায়

সূচীপত্র

আকাশ পৃথিবী পথ
হাওয়া ঢেউ তোলে
মনের মর্মর

খেলা-ঘর

পথিক তোমার পথে চলাই নেশা,
এই দুনিয়ার জীর্ণ সরাই-খানায়
মন-দেয়া আর মন-ভুলানোর পেশা,
—লক্ষ টাকার স্বপ্নে তো নেই মানা।

জীবন কাটে ছোট্ট একটু ঘরে--
চেয়ার-টেবিল পুঁথি-খাতায়
বোঝাই স্তরে স্তরে।
হাল্‌কা দু'টো টাট্‌কা নভেল
—ইস্টিশানে কেনা,
রবিঠাকুর, পেঙ্গুইন, আর
রাজনৈতিক ইস্তাহার
—বাজার ভরতি দেনা।

স্বপ্ন তোমার সোনার বাংলা,
কবি হ'বার চেষ্টা,
কথা বলার সঙ্গী যা'রা
সবাই উপদেষ্টা।

অসিতপর্ণা

সময়ের মাপে চলা
তাল ফেলে ফেলে
জানিনা কখন মোর হবে
সমাপন।

কৈশোর দিনের ছন্দ টেনেছি যৌবনে,
যৌবন জপের তালে রুদ্রাক্ষের মতো
কালের কর্কশ হাতে ঘুরে
ঘুরে চ'লে।
অন্তরাল হ'তে অন্তরালে
নিমীল নয়ন-তারা
কা'র মুগ্ধ মনের ছায়ায়
কেঁপে কেঁপে লুকোচুরি খেলে।

সমুদ্রের ঢেউ
আর
পাহাড়ের কঠোর কাঠামো
সে-ও যেন কাঁপে তালে তালে
কালের কর্কশ হাতে সৃষ্টির জোয়ালে।

সিত-সম মৃত্তিকার স্তূপে
চুপে চুপে

রূপায়িত যদি হয় অপেক্ষিত সীতার ইশারা—

সুপ্ত অভিস্যন্দে সে-ও অতল অধরা।
তবু তো নিভৃত গুহা
লুপ্ত অন্তরাল
মূর্ত হ'বে বয়স্ক ব্যাধিতে।
শোণিত-চপল মায়া
নীলাভ নেশায় র'বে অচঞ্চল কায়া।
বে-হিসাবী জীবনের হ'বে অবসান
নিয়মিত কালের হিসাবে।

তারি মাপে মাপে
অপেক্ষিত পথ
শুধু চলা।

চতুষ্কোণ

অনেক রাস্তা ঘুরে শেষে
এই বাড়ি পেলাম, যেখানে এসে
এক নবীনতায় গড়ব শান্তি-নীড়।
জীবনের মীড়
কোমলে কড়িতে ঘুরে নেমে
শ্রান্তি থেকে বিশ্রান্তিতে গিয়ে যাবে থেমে।

জানালার ধার ঘেঁষে বিছানাটা পেতে
নিজেকে এলিয়ে দেব এই নিরালাতে।
তেল-চিটে বালিশটা ছিট দিয়ে ঢেকে
চায়ের কলাই-করা গেলাশটা রেখে
শ্রান্ত মন ঢেকে নেব তোমার আঁচলে।
দিন যাবে চলে।

অনেক পেরেক পুঁতে পুবের দেয়ালে
হরেক রকম তুমি ছবি টাঙিয়েছ,
পট আনিয়েছ,—
কালী, দুর্গা, রাধা-কেষ্ট গায়ে-হেলে-পড়া,
রবিঠাকুর, কাননবালা, আর নৃত্য-পরা

উর্বশীর দেহায়িত ভঙ্গি বা কোনোটা,
মৃত শাশুড়ীর পায়ের ছাপ ফ্রেমে আঁটা ;
ক্যালেণ্ডারে 'হ্যাভ্ এ ক্যাপ্স্টান স্মোক'—
গ্রেটা গার্বো, চৈতন্যের চোখ।

জীবনের দেয়ালে দেয়ালে
শস্তা আর স্মরণীয় অনেকের চোখ
কথা কয় মনের আড়ালে।

জন্মের প্রথম দিন থেকে
কত ঘাটে জল খেয়ে কত বার ঠেকে
অনেক স্বপ্নের দিন পার হয়ে আজ
সমস্ত জগতে যেন ফুরিয়েছে কাজ।
শুধু আছে অনুভূতি ঘিরে
যারা পার হ'ল নদী যারা এল তীরে
সেই সব বুদ্ধি-জীবী অভ্যস্ত সঙ্গীরা।
কালের বন্দীরা
এই ঘরে দেয়ালের চতুষ্কোণ টেনে
থেমে আছে। নিই নাই মেনে
বিস্তৃতির কোনো দাবী।
শুধু বসে ভাবি
আমার চোখের প্রান্তে ঐ ছবিগুলি
বারবার বলে যায় শুধু এক বুলি ;—
ওদের-ই মতন
ছাড়া-ছাড়া ভাবে জোড়া আমার জীবন।

অলাতচক্র

কবে একদিন কোন বিধাতা
কোন খেয়ালের ঝোঁকে
আলোর অলাতচক্র ছুঁড়ে দিল এই
জীবনের ভুজঙ্গপ্রয়াতে।
আঁকাবাঁকা সেই আলোর ইশারা
কখনো হারায় কখনো ধাঁধায় চোখ,
তবু ছুটে চলি, এগোবার ঝোঁক
কখনো হ'ল না শেষ।

একবার যদি—ঘুমের মতই—
চারদিক থেকে এই বেগে-চলা
থেমে যায়, তবে কোনখানে আছি,
কোন আলেয়ার দেশে এসে কোন
অন্ধকারের পাথর ভেঙেছি
পাইনে নিশানা কিছু।
আলোর অলাতচক্র জ্ব'লে জ্ব'লে
যদি শেষ হয়, তবুও শেষের
তোমার চোখের একটি নিমেষ
থেকে থেকে শুধু দূর দুরাশায়
কেবলি জানায় এগিয়ে যাবার
শুধু এগোবার ঝোঁক।

একবার ভাবি—ঘুমের মতই—
কোন দেশ ঐ স্তব্ধ হয়েছে
অভ্র দু-চোখে, কোন দেশ ঐ
অরণ্য-নীল ঘন চুল-ঘেরা
আত্ম-দানের নেশায় শ্রান্ত ক্ষণে ;
তবু মন ভুজঙ্গপ্রয়াতে
ঐ চোখ পার হ'য়ে কালো চুল
পার হ'য়ে বাঁকানো গ্রীবার
হাতছানি পার হ'য়ে অনেক দূরের
নূতন পথের প্রান্তরে আনে
দখিন-বাতাস ; নাড়ি-নক্ষত্রের
প্রত্যেক দুর্বার বাঁকে উপল উপান্তে
বারবার আনে এগিয়ে যাবার
শুধু এগোবার ঝোঁক।

কবে একদিন আমার বিধাতা
হাল্‌কা নেশার ঝোঁকে
প্রাণের অলাতচক্র জ্বেলেছিল এই
জীবনের ভুজঙ্গপ্রয়াতে।
নিরন্ত সেই আগুন-ইশারা
কখনো মাতায় কখনো ধাঁধায় চোখ,
শুধু ছুটে চলি, এগোবার ঝোঁক
এখনো হ'ল না শেষ।

অন্তরা

সেই রাত্রি রহস্য-ময়ূর
শুধালো এখানে এসে আমারে নীরবে,
এখন প্রসন্ন হও, তুলে নাও হাতে,
নিবিড় বীণার তারে বাজুক কানাড়া।

অন্ধকার একা হয়ে আসে,
তারপরে তারাদের আলোর শায়কে
শত তার খান-খান হয়ে যেন বাজে
হৃদয়ের সুগোপন বিষণ্ণ সভায়।
আমারে তুলিয়া ল'বে তাও একদিন বলেছিলে
ছায়া-ঘেরা সহস্র-যোজন পথ পার হয়ে এসে।
তারপরে ব'সে আছি কত রাত্রি-দিন
প্রাচীন নবীন
সব কথা সব সুর সব কলরব
মোর কানে প্রহর গুনেছে।
একটি চুলের স্মৃতি কামিজের বুকে
সেই রাত্রি গেয়ে গেছে সেতারের সুরে।
তবু তো প্রসন্ন-মন না পেয়েছি দেখা,
না শুনেছি প্রহরীর ডাক,
কেবলি রাত্রির মতো, তারাদের মতো
বাসর জেগেছি শুধু অন্তরার ঝোঁকে।

এখন আলোর দেশ থেকে বলো শুনি
তোমার রহস্যময় রজনীর কথা,
তোমার রহস্যময় জীবনের কথা,
নিবিড় বীণার তারে বাজুক কানাড়া।

শ্রাবণের বনে

শ্রাবণ তোমার গভীর জলের অরণ্যে
পথ-হারানো ঝর্ণা-ধারার জগৎ খানি
গোপন করো, তুলে ধরো মেঘের
জোলো আবরণে
শ্রাবণ তোমার জল-ঝরানোর অরণ্যে !

তোমার কাছে চাওয়ার ছিল
পাওয়ার ছিল কী জানি তার
ছিল না তো দুঃখ-সুখের
আঘাতখানি তোমার
কাছে-চাওয়ার দিনের সবুজ
জল-ঝরানোর গভীর নিবিড় অরণ্যে।

মনের শ্রাবণ এসেছিল স্বপ্ন-পথের
জল-ঝরানো গভীর সুরের অরণ্যে,
সেথায় তোমার মন ছিল না জন ছিল না
ছিল না ত আবরণ, ঐ
ঝর্ণা-ঝারির ওড়না খানির
কোন্ আড়ালে সুর ছড়ালে
শ্রাবণ আমার মনের নিবিড় অরণ্যে।

বর্ষার পাখি

কে যেন বর্ষার ভোরে একটানা
পাখির মতন ঘুরে ঘুরে
আমাকে ডাকে। যে-আমি
আরেক বর্ষার ঝোঁকে একটানা
ডিমের খোলস-ভাঙা জটিল জীবন
পেয়েছি, রোদ-মাখা পৃথিবীরে
প্রসন্নতায়, নিরুক্ত মনের এই
শতপথ বেয়ে। আবেদন
কখনো জেগেছে মনে,
কখনো মনের পাখিদের বনে
আলোকের গান আমারে জড়ায়
সুরে, বাজে মন-বীণা।

কে যেন বর্ষার ভোরে একটানা
পাখিটিরে ঘুরে-ফিরে
ডাক দিয়ে যায়। মন
পিছু ডাকে অন্তিম আমাকে। তবু
আরেক দিনের আমি কোনোমতে
আগামী দিনের কোন

অনন্ত আমাকে পিছু থেকে
বার বার ডেকে যাই প্রত্যেক পথের
মোড়ে। প্রত্যেক জিজ্ঞাসা
অনেক দিনের আশা ভেঙে ভেঙে
অনন্ত হয়েই বুঝি র'য়ে গেল
হায় পথের নিশানা।

তাই কি বর্ষার পাখি ভোর বেলা
আকাশ ফর্সা হ'বে বলে একটানা
ডেকে গেল গেরুয়া উষায়?
সে-ডাকে ঘুমের দেশে আলোর কোরক
ফু'টে ফু'টে ফু'টে
ফুল হ'ল হৃদয়ের;
এখনো যে-ফুল হাতে নিয়ে তুমি
ফল হ'বে বলে ইচ্ছা
ছেড়ে দিলে, ভেসে এলে
সমুদ্রের স্বাদে সীমাহীন
একটানা পথ-চাওয়া দিনে
ওগো নিয়ত নবীনা।

সঞ্চারী

এসেছিল বাইরের দিন
ঘরের কাচের ফাঁকে
পথ-ভোলা কালো এক ভ্রমরের পাখা
বাইরের আলোর লোভে মাথা কোটে
একটানা গুন্ গুন্ গুন্।

দেখেছি আগুন
আর তা'র অন্তিম শিখায়
পতঙ্গের অসহ্য প্রয়াস।
বাতাসের শ্বাস
সন্ধ্যাবেলা বয়ে আনে সাঁওতাল মেয়ে
ঘর-মুখো গান গেয়ে বাইরের পথে
একটানা গুন্ গুন্ সুর।

যেন বহুদূর
ভেসে ভেসে এসে মেশে ঘরের দেয়ালে।
মাথা খুঁড়ে মনের দেয়ালে
ছাড়া পেতে চায় তা'রা
পাখা-মেলা অতল আকাশে।



আমার বাসার পাশে
যেমন কথায় আর গানের খেয়ালে
কী যে জাল বুনে চলে প্রতিবেশী শিশু,
ডাক দেয় আবছায়া আলোর রঙ্গনে,
মুক্তির অঙ্গনে।

তাই এই ভ্রমরের গান,
সাঁওতালি সুর,
যেন মন দুরন্ত শিশুর।
যেন দূর মনান্ত প্রান্তরে
নিয়ে যায় বাইরের অনঙ্গ আলোর
অন্তরীণ দেশে,
মৃত্তিকার চক্রবৃত্তি শেষে।

বক

একমুঠো যুঁই ফুল
ক্লান্ত পাখার নীড় খোঁজে
ধূলি ’পরে।

শুভ্র পাখার ঝড়
নীল আকাশের নিষ্কলতায়
জীর্ণ পাতার শ্বাস
একটি বকের রেখা।

বারে বারে দেখা সকালে বিকালে
ধান-শীষ বাঁকা আলের আড়ালে
কাঠ-ফাটা রোদ ঝিলের পাশে
প্রহর গোণে।

সকালে বিকালে ওরাই আবার
শুভ্র বলাকা-রেখা।

যুঁই ফুলগুলি
স্বপ্ন বিলায়
ঝরে।

খোয়াই

চাঁদের মতন আবছা পিছল
শ্যাওলার বনে জোনাকি
তেমনি তোমার জীবন
তুমি তা জানো কি ?

বহুদিন ধ'রে বহুদূর পথ
পিছনে এসেছি ফেলে,
তাপস-জীবন সামনে আঁকা।
বাঁকা আকাশের গালে
বন্ধুর মাঠ বন্ধুর মতো
আবীর মাখায় যেন।

সূর্যের ঢেউ ধারালো তন্দ্রা
এনেছে শ্রান্ত মনে,
বিবসনা ঘন চাঁদের আলোর
আবছা আলিঙ্গনে
জীবন-সন্ধ্যা নিস্তল হ'ল,
তুমি তা জানো কি ?

উত্তরণ

সমুদ্রের সীমাহীন সীমান্তেরে ঘিরে
দেখেছি ভোরের সূর্য, রাতের জোছনা
অন্তহীন জ্যোতি-পুঞ্জ ঢেউ-মেঘে কাঁপে।

সেই জ্যোতি-গুঞ্জন পেরিয়ে
যেখানে ভোরের সূর্য-কুয়াশা ঘেরে না,
যেখানে রাতের চন্দ্র-আলোক ডোবে না,
সেথা আদি-অন্ত-হীন কত রাত্রি-দিন
বৎসরের বে-হিসাবে অনন্তে বিলীন।

এই সূর্য-চন্দ্রোদয় দুই দিকে রেখে
আদি-বর্ণ-উদয়ের নীলোত্তাল মেঘে
মহকাল-শবরীর রহস্যের কথা
লিখে রেখে গেছে বুঝি মায়া-মসী দিয়ে
কুশলী জীবন-শিল্পী অগ্নি-তুলিকায়।

আজ আর কাল, আরো কত আজ-কাল
সমুদ্র-জীবন-জোড়া ফেনা-রাঙা ঢেউ
এমন-ই গতির চিহ্ন লিখে লিখে গেল
আশা-নভোপট ভ'রে উষায় সন্ধ্যায়।

জেগে আছি, তাই জানি হেমন্তের দিন
বসন্তে বিলীন।
তাই জানি বর্ষার আকাশ
শরতের উৎসব-আভাস।
পৃথিবীর এই এক তীর—
অন্য তীর অন্তিম তিমির।
তার-ই মাঝে এক-ফালি আলো
ভোরের সূর্যের ঢেউ, চাঁদের হাউই।
ভারাক্রান্ত যদি-বা জীবন,
যদি মৃত্যু রহস্য-আনন,
তবু ওরা বার বার আনে কি বৃথাই
আলো-ঘেরা সাগরের ঢেউ

আশা-ভরা পৃথিবীর ঢেউ?

মদিরা

সে আরেক দিন
দেখেছি ধানের শীষে সবুজ নবীন
অঙ্কুরিত মাটি-মাখা খেলা।
সারা বেলা
মাঠে মাঠে গান গেয়ে ঘাসে ঘাসে কাস্তের ফলায়
রোদে-ভাসা জল ঠেলে দাঁড়ের পাল্লায়
দিন কেটে গেছে।
বুঝিনি যে
কখন গাছের ডালে পাতায় পাতায়
রং লেগে রাঙানোর কী ছেলেখেলায়
হেমন্তের দিন-শেষে বসন্ত এসেছে,
স্বপ্নে ভেসে গেছে
দিনান্তের কাজ-ভাঙা গ্লানি,
ভেসে গেছে ক্ষুব্ধ মন খানি।
এ-মাটির স্পর্শ ভরে দুরন্ত শিশুরা
মাটি নিয়ে খেলা করে, মাটি থেকে টানে প্রাণ-সুরা,
পান করে রসের মালাই,
ঘুচে যায় দিন-গত কাজের বালাই।
ঘুচে যায় মনে-মনে মনের বালাই।
তবু রেখে যাই
ধানশীষ মাঠ ভ'রে তালপুকুরে--
গ্রাম-পথে চলে-যাওয়া মেয়েটির অচেনা চিকুরে
অনেক কথার রং মন যা'র নাগাল পেল না,
মনে যা'র পরশ এল না
রেখে যাই তার-ও প্রাণ ঘিরে
আমার চোখের মদে চুমু-খাওয়া প্রাণ-পাত্রটিরে।

ঘেরা বারান্দায়

বারান্দায় ব'সে দেখি খেলা।
পাখিরা ভোরবেলা
অল্প-ভেজা নরম রাস্তায়
পায়ে-পায়ে কী খেয়ালে ছবি এঁকে যায়।
ঘাসের শিশির
রোদের ছোঁয়ায় যেন ক্লান্ত-ছায়া বিগত নিশির।
বারান্দায় ব'সে দেখি
ছড়ানো-মেঘের টিয়ে-পাখি
উড়ে উড়ে দূরে ভাসে—
আকাশের খাঁচাখানা বড় হয়ে আসে।
ক্রমে বেলা বাড়ে।
পৃথিবীর ঘাড়ে
হরেক রকম চাপে কাজের জোয়াল,
কাঁপে কত বিচিত্র খেয়াল।
তারপরে দিনান্তের পরিশ্রান্তি ঘিরে
সন্ধ্যা নামে ধীরে।
সন্ধ্যা নামে চোখের তারায়
সন্ধ্যা নামে জীবনের অঙ্কুরে পাতায়।
বারান্দায় ব'সে দেখি
ও-পাশের জাম গাছে কি
আকাশের তারাগুলি জোনাকির মতো হ'ল এসে,
অকস্মাৎ শেষে
ময়ূর-পেখম তুলে উড়ে বুঝি গেল গাছটাই—
আকাশের খাঁচায় তো জায়গার টানাটানি নাই।
বারান্দায় নিস্তব্ধ সময়।
জীবনের উত্তোরণে সন্ধ্যা ঘন হয়।

ক্রান্তি

পৃথিবী, তোমার এই সুন্দর নেশা
থামিয়ে এবার জীবন-জয়ের রণে
মরণের সাথে করি এস মেলা-মেশা।

বিদ্যুৎ-ঘেরা আরাম-আসন চ'ড়ে
অন্ধকারের বুকের লক্ষ্যভেদে
অনেক করেছি দিন রাত ঘোরা-ফেরা।
অনেক তারার রাস্তায় ছায়াপথে
মেঘের মুখোশ চক্ষে পড়েছে ধরা,
এক মেঘ যদি এগিয়ে এসেছে তেড়ে
আরেক মেঘের সিক্ত আলিঙ্গনে
তোমার ঠোঁটের আহ্বান এল মনে।

কখনো পথের গম্বুজগুলি খাড়া
আবছা আলোয় বুদ্ধ মূর্তি হয়ে
মনকে শুদ্ধ শান্তিতে দিয়ে নাড়া
অনেক রকম হেঁয়ালির কথা কয়ে
ফসলের দিনে করল যে ঘর-ছাড়া।

পৃথিবী, তোমার অনেক শান্তি-সেনা
অনেক শান্তি মন্থন ক'রে ক'রে
তোমার হাটেই করল তা বেচা-কেনা,
শান্তির খেয়া-পার হতে তবু চলে
জীবনের সাথে মরণের লেনা-দেনা।

শালফুল

[শান্তিনিকেতনের শালবীথি। যেমন সহজ ঋজু ভঙ্গীর দৃপ্ত উর্ধ্বগতি, তেমনি সাবলীল সরল শ্রেণীবদ্ধ রেখা। নিচে গৈরিক পথ কঠিন মাটির বুকে অচেনা নেশার রেশ। সেখানে যখন বসন্ত-বাতাসে জল-কণার মত ফুল-রেণু ঝ'রে পড়ে, তখন মনে হয় এ-যেন মায়া দিয়ে রুদ্রকে ভুলাবার, ছায়া দিয়ে মুক্তকে ঘিরবার চিরন্তন মোহ—মোহময় তৃষ্ণা।]

১

শালবীথির নিচে যে-পথ
দেখেছিলেম লাল কাঁকরে ঢাকা—
হাল্কা মেঘে তারার মতো,
হঠাৎ একি ! আজ সকালে
এ-মখমল কে বিছালে !
হলদে সাদার চুমকি আভার
অজস্র পাপড়ির এ কী
অফুরান আবদার দেখি
কঠিন মাটির বুকের 'পরে।
চলব একে দ'লে ?
কেমন ক'রে ?

২

কেমন ক'রে শালপ্রাংশু শিলা
কোমল স্বপ্ন বিছায় ধরাঞ্চলে ?
কেমন ক'রে নরম সে-আল্‌পনার
কোমল শিকল ছিঁড়ব, কিসের ছলে ?
কঠিন আমার মনের যে-আবরণ
কোমল তোমার অলখ মনের ছোঁয়ায়
বারে বারেই ভেঙে ভেঙে যায়।

৩

তারপরে সেই ঈষৎ আভার
আবেগে জড়ানো স্নিগ্ধ শোভার
পাপড়ি বিছানো তুষার-আস্তরণে
নীরব কঠিন একটি নিমেষ টেনে
দ'লে চ'লে যাও…।
দ'লে চ'লে যাও ? কেমন ক'রে ?
আমি তো দেখেছি তোমার শাসনে
আনত-নয়ন হরিণীর মতো
বসনে তোমার শ্লথ অঙ্গুলি কাঁপে।
আমি তো দেখেছি মদির নেশার শ্বাসে
আকাশের কোলে হাল্‌কা মেঘের মতো
লাজ-অবনত তোমার ভাষণে
ভেসে ভেসে যাও,
জল-ছলছল অতল নয়নে
ফিরে ফিরে চাও।

৪

হাল্‌কা মেঘের মতো
হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে ভেসে যায়
শত শত ফুলরেণু।
শালপ্রাংশু সংকেত ভুলি
গৈরিক-রাঙা সে-পথ প্রান্তে
ঝ'রে ঝ'রে গেল ক্ষুব্ধ বাসনাগুলি,
ঝ'রে গেল যেন হাল্‌কা হাসির রেশ।
কঠিনে কোমলে কাঁকর বিছানো
গেরুয়া শাড়ীর মতো
পথে পথে ওরা পেতেছে
মখমলের আলিঙ্গন।
চলব একে দ'লে ?
কেমন ক'রে ?

সাঁওতালি সুর

[সন্ধ্যেবেলায় কাজের শেষে সাঁওতাল মেয়েরা গান গেয়ে ঘরে ফেরে শান্তিনিকেতনের পথে। হাতে তাদের মশাল, চলায় নৃত্যছন্দ ; সঙ্গে বাঁশির সুর তুলে চলে তরুণ সাঁওতাল ছেলে। দূর আকাশে তারার ঝিকিমিকি, বাতাসে অবিরাম গানের গুঞ্জরণ। মনে হয়, যেমন ক'রে এই পৃথিবীর সঙ্গে আকাশ বাতাস একটি সুরে বাঁধা, তেমনি আমার মনের সাথে হৃদয়ের সাথে সব হৃদয়-মনের সুর মিলিয়ে কী এক অপরূপ লীলা-মধুর খেলা চলেছে।]

চৈত্র দিনের সন্ধ্যায়
আমি হারিয়ে গেলাম ঐ
কালো আকাশের তারকার বনে।
দখিন হাওয়ার স্বনে

জলে-ঝিকিমিকি চাঁদের মতন
কেঁপে কেঁপে এল সন্ধ্যা
অপরূপ বন্যায়।

দূর পথ দিয়ে ভেসে ভেসে আসে

হাল্‌কা সুরের খেয়া।

ঝিকিমিকি দেখি পাতার আড়ালে
মশালের লাল আলো।
ওরা সাঁওতাল মেয়ে
ফিরছে ঘরের পথে দিন শেষে।
একটি গানের কলি অবিরাম
ভ্রমরের মতো
ফুলে ফুলে ধেয়ে যায়।

হৃদয় কি ফুল হ'ল ?

তোমার মনের মধুপ গুঞ্জরণে
শত শত রেণু কামিনী ফুলের মতো
আঁখির আড়ালে গিয়েছিল ঝ'রে ঝ'রে।
মনে হয়েছিল
দূর বন হ'তে হরিণী-হাওয়ার আবেগ-অগ্নিকণা
তীর হেনে গেল, এল
স্মরণের শরমের আবরণে
হাল্কা ফুলের রেণু।

ঝ'রে গিয়েছিল নাকি তা'রা ?
আমি তো জানিনা কখন আমার
সকল মুকুল বিকশিয়া
আমি উন্মুখ ব'সে আছি।
আমি তো জানিনা কখন তোমার

নিচোল-বিলাস দূর বেদনায়।
বাতাসে বাতাসে বেঁধেছিল সেতু
নিবিড় অপেক্ষার।
হয়তো সেদিন ভেসে এসেছিল
হাল্‌কা হাওয়ার স্রোতে

অবিরত এক দ্বিধারা ধারায়
অবারিত সেই খেয়া।

পারের সময় পার হয়ে গেল
(হায়রে অবুঝ বসন্ত দিন)
জানো কি সেদিন
কোন্‌ দূর হ'তে অন্ধকারের কোলে
জ্বলেছিল কা'র বাতি,
দূর বেদনায় কেঁপে গিয়েছিল
দখিনা হাওয়ায় দুলে।

হারিয়েছিলাম আমি।

আকাশ প্রদীপ

পৃথিবী অনেক নয়, মানুষ অনেক।
অনেক মনের ভিড়ে নানান্ দেশের
নানাবিধ হেঁয়ালির মেলা।
উর্বর মাটির মাঝে উর্বর মন
অনেক কুয়ো খুঁড়ে তোলে অনাবিল জল।
তারপরে এক-প্রাণ হয়ে
শত শত প্রাণ নিয়ে বিজ্ঞানীর খেলা।
পৃথিবী অনেক নয়, এ-দেশে ও-দেশে
খান্-খান্ হয়ে শুধু ছড়ায় পৃথিবী।

তার মাঝে আমি একা প্রাণ
টেবিল-ল্যাম্পের পাশে ছোট-খাট ইস্কুল সাজাই
আকাশের তারা নিয়ে বেহালা বাজাই।
দেয়ালের ছবিগুলি দূর দেশ থেকে
আমাকে আশ্চর্য হয়ে দেখে।
হাজার হাজার দিন পেরিয়ে এখানে
একটি তারার বাঁশি ভেসে এসে বলে—
অনেক প্রাচীন সুর বয়ে বয়ে আজ
মহাকাশে বুঝি হায় নেই কোনো কাজ।
আকাশের দেশে ঐ আকাশ প্রদীপ
আমার প্রাণের মতো অকারণে কাঁপে।

অকারণ দিন যদি কেটে যায় যাক
শুধু থাক ছোট-খাট এলোমেলো আশা
তোমাকে আড়ালে নিয়ে এই ভালবাসা।

দুই পাখি

কবে আমি চেয়েছি আকাশ,
দুই চোখে ভ'রে নিয়ে প্রাণের নিঃশ্বাস।

খোলা জানালায় ঘেরা নীল নভোতল
অবগাহনের লোভে ডাক দিয়েছিল,
ঝাঁপ দিয়েছিল মন দুরান্ত সাঁতারে
কালো কাজলের ঐ না-জানা পাথারে।

সে-কাজল মেখে নিয়ে
দুটি চোখ হয়েছিল ঘুমের আকাশ,
কেঁপেছিল তারা-ঝরা হ্রদের বাতাস।

ঘুম কেড়ে নিয়ে
রাত-জাগা পাখি দুটি দু'বাহু বাড়ালো,
কোন পথে যেতে যেতে পথ যে হারালো।

চাঁদের রাত

এমন চাঁদের আলোয় ভ'রে গিয়েছিল কাল রাত।
মনে হয়েছিল, এখুনি স্নান ক'রে উঠে
একরাশ জীবন্ত পাপড়ির মতো
নরম সমুদ্রের মতো দূর-বিছানো
তোমার চোখে-মুখে প্রেমের প্লাবন।
কাল রাতের জোছনা
কথা কয়ে উঠেছিল পুব-দুয়ারী মনের
ঘরের জানালাগুলি খুলে খুলে
দূরান্তিম ফুলের বাগানে।

আকাশের ঐ পারে নীল
আরো নীল অন্ধকার দিনের দলিল
অনেক পুরুষ ধ'রে দিয়ে গেছে বুঝি
পৃথিবীর অধিকার।
শুধু বেঁচে-থাকার দিন-রাত
পুব থেকে পশ্চিমে অনেক গিয়েছে ঢ'লে।
জন্ম-জন্মান্তর-জোড়া তারার পিপাসা
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নিয়ে গেছে মনের চৈতন্য,
দিয়ে গেছে,—কী জানি কী দিয়ে গেছে—।

শুধু এই চাঁদের আলোয়
আবছা এক অনুভূতি ভেসে আসে মনে।
কতকালের কত চেনা আর অচেনা রূপ
অপরূপ হয়ে আছে আকাশের প্রান্তে।
এমনি অপূর্ব রাত, অপূর্ণ আস্বাদ
কাল রাত নিয়ে এল চাঁদের আলোয়।

অনেক আরাম আমাকে দিয়েছে বিছানা,
চেয়ার, চায়ের কাপ, খাবার টেবিল।
খুঁজেছি অনেক মিল
পর্বত-প্রমাণ কত গ্রন্থে,
ফুট-পাথে।
সন্ধ্যাবেলা বিদগ্ধ বন্ধুরা
তর্কের আড়াল টেনে উপদেশ দিতে
কার্পণ্য করেনি। দার্শনিক অভিজ্ঞতা
শতাব্দীর দ্বার-পথ পার হয়ে এসে
টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বারবার আমাকে
বিভ্রান্ত করেছে, হতাশ করেছে, আর হতাশার মাঝে
শুনিয়েছে আশা আর আশ্বাসের বাণী।
অমৃত কিম্বা অমরত্বের বাসনা
হয়তো সুপ্ত ছিল, কিন্তু কী যে খুঁজেছি
বুঝিনি কখনো। শুধু মনে হয়েছে
রাত্রির পরে যেমন আসে দিন,
ঋতুর পরে ঋতু,
ঘুরে ঘুরে আমিও তেমনি শুধু

আমার তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে এসেছি
আর গিয়েছি আর এসেছি অনেক।

কালকের চাঁদের আলো ক্লান্তির আমেজ
মাঠে ঘাসে গাছে আর আমার শরীরে
সীমা-স্বপ্ন ঢেলে দিয়ে বুঝি বলে গেল—
ক্লান্তির পুকুর নদী সমুদ্র পেরিয়ে
যদি যেতে চাই তবে মনের সমস্ত পাপড়িগুলি
এমনি করে মেলে দিয়ে
নরম আলোর মত তোমার চোখের পথ ধ'রে
মনের অনেক মগ্ন-চৈতন্যেরে পাঁজরে জড়িয়ে
নিতে হ'বে অনন্য যতনে। তাই
বহু মৃত্যু পার হয়ে কালকের জোছনা
ব'লে গেল সেই কথাটাই,—
কী যেন পাইনি।

পদধ্বনি

তোমার পায়ের ধ্বনি শুনব বলে
বসে আছি দিনের পর দিন।
তুমি আসবে, বাতাসে ভাসবে তার আনন্দ,
পাখীর ছন্দে মুখর হবে সেই আশ্বাস,—
তোমার পায়ের পরজ বাজবে আকাশ-সেতারে,
তারার নূপুরে।
মাঝে মাঝে আজ শুনি হাওয়ার পাগলা-ঘণ্টা।
কাঠের দেয়াল আর কাচের জানালা পেরিয়ে
বৃষ্টির জলে এসে মোলায়েম হয়ে বাজে।
মনে হয়, তোমার ঝড়ের মেঘে তাণ্ডব নেই,
তোমার বিদ্যুৎ-চোখে সংকেত নেই,—
সংকেত নেই আমার প্রাণে গভীর
গানের মতো বেজে উঠবার।

দেখেছিলেম প্রত্যেক গাছের আগ্রহে
ঘাসের শিশির-শীর্ষে
শালিখ পাখির পাঁচমিশেলি পাঁচালি-কথায়
তোমার এক আশ্চর্য রূপ।
তুমি আসছ, সেই খবর দিয়েছে এনে
সবুজ পাতা, রঙীন ফুল।
ঝড়ে বৃষ্টিতে মিশেছে অযুত ধ্বনি।
তা'র মাঝে কান পেতে শুনি
আমার চেনা পদক্ষেপের ছন্দ,—
দূর-দেশীর সেই দুরন্ত সুর।
আমার হৃদয়ও নতুন নয়, অজানা নয়,
শুধু নতুন করে চির-পুরানোকে পাব বলে
কান পেতে শুনি তোমার পায়ের ধ্বনি।

যাবার দিনের কবিতা

সকালে উঠে মনে পড়ল
যেতে হবে।
চারদিকে ছড়ানো হাজার জিনিশ,
টুকিটাকি ছোট কাজ,—
এটা তোলো, ওটা রাখো,
বইগুলো নিতে হবে, আর খাতাটা,
ভুলোনা যেন বর্ষাতি আর ছাতাটা,
সমস্ত কিছু—যার মধ্যে জড়িয়ে আমি,
যার মধ্যে ছড়ানো আমার অস্তিত্ব।

বেশ ছিলুম, যেন ঘুমের মধ্যে।
স্বপ্নের দেশে আনাগোনার মতো
চলেছে কাজ, চলেছে খেলা,
চলেছে ভিঁড়ের মেলা।
আজ সব গুটিয়ে নেবার পালা—
যেখানে যা-কিছু হাতড়ে আমার জীবন।
বাইরের এই বর্ষা যেমন
বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে বিন্দু-সরোবর
তৈরী করে নিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়,

তেমনি একটু একটু একটু ক'রে
আমাকে আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলুম
তোমার মধ্যে।
সেখান থেকে কেমন ক'রে আমি
দুই হাতে জড়ো করব আমাকে?

মনে পড়ে, যাবার বেলায় সেদিন
বললুম, বলো আমাকে তোমার সেই
একটি কথা,—
যে-কথা শুনে পদ্মের পাপড়ির মতো
হৃদয় উঠবে ফুটে,
যে-কথা শুনে গানের সুরের মতো
তোমার হৃদয় আমাকে যাবে ছুঁয়ে।
শুনে অনেক-ক্ষণ রইলে চেয়ে,
তারপরে আমার মধ্যে
আরো নিবিড় হয়ে এসে তোমার
চোখের পাতা উঠলো কেঁপে, বললে
'তুমি আমার।'

চারদিক থেকে দম্‌কা হাওয়ার মতো
বর্ষার সমুদ্রের মতো উঠলো তুফান।
এক লহমায় ভেসে গেলুম তোমাকে নিয়ে
পৃথিবীর প্রথম দিনে।
সেই প্রথম দিনের শত বিস্ময়
শত সংশয় শত আশ্রয়
আবার উদ্দাম হয়ে এলো।

উন্মুখ হ'ল তোমার আমার মন
ঘুম-ভাঙা স্বপ্নের সমুদ্রে।

একদিন অনেক বসন্তের গান
অনেক বর্ষার জোয়ার যখন
স্তব্ধ হয়ে এসেছিল, তখন
এমনি করে তোমাকে তুমি তুলে ধরেছিলে
আমার দিকে,
আমাকে আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলুম
তোমার মধ্যে।
একটু একটু একটু করে
আমি হয়ে উঠেছিলুম,
আমি জেগে উঠেছিলুম।
ঘুম-ভাঙানোর সেই রঙীন রাগিনীতে
জাগিয়েছিলুম তোমাকেও।
তুমি হয়তো সেদিন জানোনি
তোমার-ই জাগরণী সুরে তোমাকে ডেকে ডেকে
আমি তোমার হয়েছিলুম।
সে-কথা এমন ক'রে তো জানতে পারিনি,
এমন ক'রে তো মনে ভাবিনি, তুমি আমার।
আমি তোমার, তাই শুধু জেনে নিয়ে
শুরু হয়েছিলো তোমাকেঁ আমার ক'রে নেবার পালা।

আজ যাবার বেলায়
অনেক দূরের দেশ থেকে
অনেক দূরের সুরের রেশ দুয়ারে দিল হানা।

জানিনা, কোন কাজের সাড়া দেব আমি
কা'র ডাকের ইঙ্গিতে।
ডেস্‌কের চাবি খুলতে গিয়ে মনে হয়,
কোথায় আমার মনের চাবি?
এমন জোর ক'রে কে নিল কেড়ে?
কেমন ক'রে সে হয়ে উঠেছিল আমার মধ্যে
ফুলের বুকে ফলের সম্ভাবনার মতো?
আমার যে-হৃদয় ফুল হয়ে ফুটেছিল,
তাকে এমন নিজের ক'রে নিয়ে
নিজের মত জোর কে দিল তোমায়?

আমি?...আমার কোন ইতিহাস
জানিনা কবে লেখা হবে কোন কালের পাতায়।
শুধু জানি, জীবনের ইতিহাসকে জেনেছিলুম
তোমার মনের পরতে পরতে।
সেই জীবন-জ্যোতি
আমাকে এগিয়ে দেয়, মাতিয়ে দেয়,
বার বার ভুলিয়ে দেয় প্রত্যহের আনাগোনা।
স্তব্ধ হয়ে মন তোমার চোখে
হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয় রেখে দিয়ে
ইট-কাঠ-ঘেরা জীবনের অবিশ্রান্ত আবর্তনে
যখন টেনে নিয়ে যাবার লগ্ন আসে,
তখন বার বার ঘুরে-ফিরে
ঐ একটি কথা আমাকে জাগিয়ে রাখে,—
তুমি আমার, তুমি আমার।

পথ-চাওয়া দিনের কবিতা

আমার এই জানালা দিয়ে
দেখি বাইরের ঐ রাস্তা
যেখানে বাঁক নিয়ে পাশ কাটিয়ে
চোখের সীমানা পার হয়ে
মিলিয়ে গেছে বাইরের জগতে।

একদিন এই জানালায় ছিল পর্দা লাগানো।
দুরন্ত হাওয়া এসে যখন উড়িয়ে দিত,
তা'র ফাঁকে ধরা দিত ঐ পথের বাঁক,
চোখ যেত মিলিয়ে পার-ঘেঁষা
শিরীষ গাছের পাতায়।

মাঝে মাঝে সেই পথের বাঁক্
এনে দিত একটি মেয়ের পায়ে-পায়ে এগিয়ে-আসা
তার মুখ না দেখলেও আমি জানি,—
যেমন জানি ঐ শিরীষ গাছের যৌবনকে
দিক-ছড়ানো গন্ধে।

একদিন অনেক ছিল আড়াল দুই মনের আঙিনায়।
জানি না কবে সেই পর্দা ফাঁক হয়ে
এনে দিয়েছিল হাওয়ার ছন্দ,
যৌবনের দিক্-ভুলানো মদিরা সেদিন
পান করে আমি হারিয়ে গেলুম
ঐ মনের দুরান্ত বাঁকে।

আজ আমার জানালা খোলা রেখেও
বাইরে এসে হানা দেয় অন্ধকারের পর্দা।
তবু সেখানে চোখ পেতে রেখে
অনেক দূরের দেশ দেখতে পাই।
দেখতে পাই এক অমূল' আকাশ-দীপ
হাওয়ায় ভেসে ভেসে জ্বলছে,
একটি নবীন প্রাণের আখর লিখবে ব'লে
বারবার জ্বলছে প্রাণের
প্রদীপ-হীন পর্ণ-কুটিরে।

একদিন আমি ঐ পথ পার হয়ে
ঐ বাঁক পার হয়ে, পার হয়ে অনেক রহস্য,
পিছনে রেখে আবছা বৃষ্টির দিন
এগিয়ে এসেছি আরেক পৃথিবীর বাঁকে।
সেখানে কোনো কালো পর্দা
আড়াল করেনি বাইরের হাওয়াকে।
তবুতো কই বাইরের হাওয়া
আমার মনের মধ্যে আনেনি তোমার আশ্রয়?
সেখানে যত আলো—

তারা তো আমাকে বলেনি
তোমার মধ্যে আমি সব সময়ে আছি ;—
তারা তো আমাকে বলেনি
তোমাকে আমার মধ্যে রেখেই আমি বাঁচি?
হয়তো আমার মনের অনন্ত পথিক
যুগ যুগ ধ'রে অন্ধকার যবনিকা ঠেলে
কেবলি তৈরী করেছে নতুন দিনের আলো।
সেই আলোর জগতে তোমাকে দেখবো—
তাইতো পার হই পথের হেঁয়ালি।
তাইতো পথের বাঁকে চেনা ফুলের গন্ধ
নিয়ে আসে চেনা দিনের বাতাস।
তবু মাঝে মাঝে আলোর পর্দা কাঁপে,
আড়াল করে চোখের সীমানা।

আমি জানি এই দেখার তৃষ্ণাই শেষ নয়,—
তাই শুধু তৃষ্ণাতে আশা মিটলো না,
শুধু আশাতে মিটলোনা তৃষ্ণা।
অনেক অন্ধকার আকাশ দেশ ছাড়িয়ে যখন
মন তোমাকে নিবিড় করে পায়,—
তবু কাছে চায়, তবু ভরে না মন।
তবু প্রতিদিন, তবু প্রতিদিন
এই পর্দা দুই হাতে সরিয়ে আমার প্রাণ
সমগ্র চোখের প্রতীক্ষায় নিঃশেষ হয়,—
তুমি আসবে, তুমি আসবে।

অন্তরিতা

যেহেতু এখন আসে না আর
মনের পাখিরা কল্পনার,
যেহেতু চাঁদের জোয়ার-ফাঁদে
রাতের শিরীষ-বিছানা কাঁদে,
সেই আলো-হাওয়া আলেয়া-বন
হারিয়ে ছড়িয়ে হাজার মন।

নিরত তোমার চোখের তারায়
যে-শিশুরা খেলে বন্য-ধারায়,
তার-ই এক কোণে জীবন-নদী
বাঁধ ভেঙে বান আনলো যদি,
তবুও নিবিড় বালির বাঁধে
জীবনকে বাঁধি তরুণ-ছাঁদে।

সে বুঝি এখন আসে না আর,
ঝাউ-দোলা মন তন্দ্রাধার॥

